দৈনিক সংগ্রাম

তারিখ 21 NOV 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

69

চীনের আধুনিক ইসলামী শিক্ষা

ইসমাঈল হোসেন দিনাজীঃ সপ্তম শতকের মাঝামাঝি, আজ থেকে ১৩৫০ বছরেরও আগে চীনদেশে ইসলামের শুভাগমন ঘটে। সে দেশের সরকারী হিসেব মতে চীনা মুসলমানদের সংখ্যা ১৮ মিলিয়ন অর্থাৎ ১ কোটি ৮০ লাখ। কিন্তু কুয়ালালামপুর থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত আন-নাহদা সাময়িকীতে মুদ্রিত জনাব ইসা সানের 'মডার্ণ ইসলামিক এডুকেশন ইন চায়না' শীর্ষক নিবন্ধে দাবি করা হয়েছে যে, বেসরকারী হিসেব মতে চীনা মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ৪৫ মিলিয়ন অর্থাৎ সাড়ে ৪ কোটি। চীনাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা হচ্ছে হুই, উইগুর, কাজাখ, কিরঘিজ, তাজিক, তাতার, উজবেক, দোংসিয়াং, সালা এবং বাওয়ান সম্প্রদায়ের লোক। তারা প্রধানত কিনঘাই ও গানসু প্রদেশ এবং সিনজিয়ান, উইগু ও নিংসিয়া প্রদেশের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের অধিবাসী। এছাড়াও হুই মুসলমানরা, উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সমগ্র চীনের বিভিন্ন অংশে বসবাস করে।

১৯৪৯ সালে চীনে গণসরকার সে দেশের জাতিগত সম্প্রদায়গুলোকে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সমানাধিকার প্রদানের নীতি গ্রহণ করে। এতে সে দেশের বিভিন্ন গোত্রভুক্ত মুসলমানরা যেমন ধর্মীয় স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হয় তেমনি তাদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত হয়। ফলে চীনা মুসলমানরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে যথেষ্ট সফতা অর্জনে সক্ষম হয়। কিন্তু চলতি শতাব্দীর সত্তর দশকের মধ্যভাগ থেকে আশি দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই ১০ বছর চীনে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা চলে। এর কুফল চীনা মুসলমান সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিস্তার লাভ করে। এই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ দশকটিতে চীনা মুসলমানদের জীবনযাত্রা যেমন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে, তেমনি তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক নিরাপত্তাও হুমকির সম্মুখীন হয়। ১৯৭৬ সালে অক্টোবরে এক দশকব্যাপী বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির অবসান হলে চীনের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো চীনা মুসলমানরাও তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সমানাধিকার ফিরে পায়। ফলে তারা আবার নিজেদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী উৎসবাদি এবং দৈনন্দিন ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ সম্পন্ন কতে সক্ষম হয়।

ইসলামী শিক্ষার পথিকৃৎঃ হু দেং ঝাউ ছিলেন চীনা ইসলামী চিন্তাবিদদের পথিকৃৎ। তিনি মিং রাজত্বের মধ্যভাগে চীনের সিয়ানে ইসলামী শিক্ষার গোড়াপত্তন করেন। (এই সিয়ান হচ্ছে একটি ঐতিহাসিক নগরী। চীনের তেং রাজত্বকালে এখানে রাজধানী স্থাপিত হয়। খৃষ্টপূর্ব ৮০০ সালে সর্বাধিক শক্তিশালী এই চীনা তেং রাজবংশ প্রতিষ্ঠা হয়)। মিং রাজত্বের মাঝামাঝি সময়েই প্রথমবার চীনে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে। অতঃপর মধ্যপ্রাচ্য থেকে মুসলমানরা এসে সিয়ানে বসবাস শুরু এবং প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। ইমাম হু-ই ছিলেন ইসলামের প্রথম চীনা শিক্ষক। আরব ও পারস্যের মুসলমানদের সহযোগিতায় তিনি চীনা অনুবাদসহ কুরআন কিভাবে পড়তে ও বুঝতে হয় তা স্থানীয় মুসলমানদের শেখান। এর পর ইমাম হু-এর ছাত্ররাই ইসলামের শিক্ষা বিস্তারের জন্যে চীনের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েন। ইসলামী শিক্ষার এই পদ্ধতিই বংশ পরম্পরায় আজ পর্যন্ত চীনা মুসলমানদের মধ্যে টিকে আছে।

মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষাঃ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে যেভাবে মসজিদে শিক্ষা দেয়া হতো ঠিক সে পদ্ধতিই ইসলামী শিক্ষা ক্ষেত্রে চীনেও জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই শিক্ষা পদ্ধতি সমগ্র চীনের মুসলমানসমাজে এখনো চালু রয়েছে। মসজিদে ইমাম সাহেবেই কুরআন ও ইসলামে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে থাকেন। গ্রামের প্রত্যেকটি মুসলমান পরিবারের ছেলেমেয়েরা এই ইমাম সাহেবের কাছে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে। ইমাম সাহেব একটি মসজিদে সাধারণত তিন বছর শিক্ষা দিয়ে থাকেন। অতঃপর তিনি একই উদ্দেশ্যে অন্য এলাকার মসজিদে চলে যান। এভাবে একজন ইমাম সাহেব প্রায় সমগ্র চীনের বিভিন্ন অমুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক গড়া ও পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন। এর ফলে চীনা মুসলমান সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতর সাংস্কৃতিক বন্ধন সূচিত হয়।

সাংস্কৃতিক প্রভাব ঃ হাজার হাজার বছর ধরে ইসলামের ওপর চীনা সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে। এটা বোঝা যায় আরবী ভাষার বাচনভঙ্গী ও লিখনপদ্ধতির মাধ্যমে। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চীনাদের আরবী উচ্চারণ এবং হস্তাক্ষর বোঝা বেশ কষ্টকর। চীনাদের আরবী উচ্চারণ ও হস্তাক্ষর বুঝতে আরবদের পক্ষেও অনেক সময় কষ্টকর হয়ে পড়ে। চীনের 'ইমামতি' ট্রেনিং বেশ কঠিন এবং উন্নতমানের। ইমামের উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করতে কমপক্ষে দশ বছরের প্রশিক্ষণ নিতে হয়।

যুগোপযোগী ও আধুনিক ইসলামী শিক্ষার জন্যে চীনা মুসলমান ছাত্ররা মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে গিয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করছে। মসজিদকেন্দ্রিক প্রাচীন শিক্ষা যেহেতু সবক্ষেত্রে আধুনিক যুগের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না, বস্তুত এই ব্যবস্থার কিছুটা সীমাবদ্ধতাও রয়েছে, তাই আধুনিক যুগজিজ্ঞাসার উপযোগী ও পরকালীন কল্যাণ বিধানের লক্ষ্যেই বিভিন্ন মুসলিম দেশে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যান্য দেশের ছাত্রদের মতো চীনা মুসলমান ছাত্ররাও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ গ্রহণ করছে এবং মুসলিমবিশ্বের বিবিধ সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পাচ্ছে।

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর ডিগ্রীধারী চীনা মুসলিম তরুণরা বেইজিংসহ চীনের বহুস্থানে ইতোমধ্যে তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। ২০ লাখ মানুষ অধ্যুষিত সিয়ানের ৫০ হাজারেরও অধিক সংখ্যক মুসলমান ছাত্রকে বিদেশে শিক্ষা গ্রহণকারী তরুণ মুসলমান শিক্ষকরা ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসাগুলোতেই শিক্ষা দিচ্ছেন। যেমন দা সু সি সিয়াও মসজিদে দ্য সিয়ান ইসলামিক স্কুলটির কাজ শুরু হয়। অতঃপর ১৯৮৮ সালে এটি একজন মুসলমান ব্যবসায়ীর নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। অনাকাঙ্ক্ষিত শিক্ষাপদ্ধতির জন্যে স্কুলটি বন্ধ হবার উপক্রম হয়ে পড়েছিল। ২৪ বছর বয়স্ক শিক্ষক আব্দুর রহমান য়ু-এর হস্তক্ষেপে স্কুলটি টিকে যায়। কর্মঠ তরুণ শিক্ষকটি মাত্র ৭ জন ছাত্র নিয়ে স্কুলটির কাজ শুরু করেন। এবছরের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ১৬০ জনে। তার শিক্ষার আধুনিক উপস্থাপনা পদ্ধতি সকলকে আগ্রহী করে তোলে। ফলে মুসলিম ছাত্রদের তরফ থেকে ব্যাপক সাড়াও পাওয়া যায়। পূর্বে এ স্কুলটিতে মাত্র একজন পুরুষ ছাত্র ভর্তি হয়েছিল। অবশ্য এখন এখানে সহশিক্ষা চালু করা হয়েছে। তবে ছাত্রদের চাইতে ছাত্রীরাই স্কুলটিতে বেশী ভর্তি হচ্ছে। (চলবে)